তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৬৩

**শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মেরিটাইম সেক্টর অভূতপূর্ব অর্জন লাভ করেছে**

 **--- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার গতিশীল ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের কারণে প্রতিবেশী দেশের সাথে একটি বড় ধরনের সফলতা অর্জন করেছে। আমাদের মেরিটাইম সেক্টরে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি। যেটা আমাদের আগে কখনোই ছিল না। মেরিটাইম সেক্টর আমাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেছে। ভারত ও মিয়ানমারের সাথে আমাদের সমঝোতা হয়েছে। একচ্ছত্র একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটার মধ্য দিয়ে আমাদের সুনীল অর্থনীতির দ্বার উন্মোচন হয়েছে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২৬ টি সেক্টর নিয়ে কাজ করছে।

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মেরিন অ্যান্ড অফশোর এক্সপো, ২০২৩ (বিমক্স ২০২৩) এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ধারাবাহিকভাবে তিন মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ফলে মেরিটাইম সেক্টর অভূতপূর্ব অর্জন লাভ করেছে। বাংলাদেশের প্রথম নিজস্ব একটি পোর্ট 'পায়রা পোর্ট' প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। পায়রা পোর্টের সম্ভাবনা আগামী দিনে হাতছানি দিচ্ছে। মাতাবাড়ীতে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে। ২০২৬ সালের শেষের দিকে এটি ব্যবহার করা যাবে। আমাদের শিপ রিসাইক্লিং ও শিপবিল্ডিং সেক্টর পৃথিবীতে অনেক সুনাম অর্জন করেছে; বিশেষ করে প্রাইভেট সেক্টরে। আন্তর্জাতিক মেরিন অ্যান্ড অফশোর এক্সপোতে নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জার্মানি, চীন, ভারতসহ আরো অনেক দেশের অংশগ্রহণ আমাদের মেরিটাইম ও ওশান শিল্পের সম্ভাবনা বাংলাদেশের বৈশ্বিক স্বীকৃতি আরো জোর দেয়।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সোনার বাংলা বাস্তবায়নে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, সরকার, বেসরকারি সেক্টর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০০৮ সালের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ছিল- বাংলাদেশ ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। সেটা অর্জিত হয়েছে। এখনকার প্রেক্ষিত হলো- ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট ও উন্নত বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রসরমান নেতৃত্বের কারণেই ২০৪১ সালের আগেই উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশে পৌঁছাতে সম্ভব হবে। তিনি বলেন, সকল কিছুকে জয় করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়ন ও অগ্রগতি ধারায় দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমরা যারা এ সেক্টরে কাজ করছি তাদেরকে দেশের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশস্থ নেদারল্যান্ডসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স থিজ ওয়াউডস্ট্রা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর রিয়ার অ্যাডমিরাল মেহাম্মদ মুসা, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল গোলাম সাদেক, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মীর এরশাদ আলী, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর মোহাম্মদ মাকসুদ আলম, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) চেয়ারম্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা, সেভর ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফয়জুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

 উল্লেখ্য, সিঙ্গাপুরের ফায়ারওয়ার্কস ট্রেড মিডিয়া গ্রুপের সহযোগিতায় সেভর ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। শিপবিল্ডিং, শিপ রিসাইক্লিং, অফশোর, অয়েল অ্যান্ড গ্যাস সাপোর্ট, শিপিং, লজিস্টিক অ্যান্ড পোর্ট, ফিশিং ভেসেলস অ্যান্ড ফিসারির যন্ত্রপাতি ও মেশিনারিজ এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। এই প্রদর্শনী চলবে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

#

জাহাঙ্গির/জামান/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৬২

**কর্মী প্রেরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ওমানের প্রতিনিধিদলের বৈঠক**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :

ওমানে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণ এবং ওমানী কর্মীদের বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ওমান কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া সমঝোতা স্মারক পর্যালোচনা ও চূড়ান্তকরণের বিষয়ে আজ ঢাকায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ ও ওমান প্রতিনিধিদলের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন এবং ওমানের পক্ষে ওমান রাষ্ট্রদূত ড. সুলাইমান সউদ আল জাবরি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন।

সিনিয়র সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন বাংলাদেশ সফরের জন্য ওমান প্রতিনিধিদলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি উল্লেখ করেন ২০০৮ সালে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় বাংলাদেশ থেকে ওমানে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। সমঝোতা স্মারকটি এখনো বহাল রয়েছে। তিনি ওমানের সাথে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরে উপস্থাপিত খসড়া সমঝোতা স্মারকটির প্রশংসা করেন এবং নীতিগতভাবে সমঝোতা স্মারকের বিষয়বস্তুর সাথে বাংলাদেশ একমত মর্মে ওমান প্রতিনিধিদলকে অবহিত করেন। একই সাথে তিনি জানান, সমঝোতা স্মারকটি চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত এ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন। খসড়া সমঝোতা স্মারকের বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরের মতামত গ্রহণপূর্বক দ্রুততম সময়ের মধ্যে ওমানপক্ষকে চূড়ান্ত খসড়া সমঝোতা স্মারক প্রেরণ করা হবে বলে তিনি জানান। উভয়পক্ষ খসড়া সমঝোতা স্মারকের বিভিন্ন আর্টিকেল পর্যালোচনা করেন।

বৈঠকে সফররত ওমান প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ থেকে ওমানে কর্মী নিয়োগ এবং একইসাথে বাংলাদেশে ওমানী কর্মীদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারকের খসড়া উপস্থাপন করেছে। বিদ্যমান সমঝোতা স্মারকের চেয়ে উপস্থাপিত খসড়া সমঝোতা স্মারকটিতে উভয় দেশের কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মর্মে ওমান প্রতিনিধিদল জানান। এছাড়া, ওমান আইসিটি, জ্বালানিসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে বিনিয়োগে আগ্রহী বলে উল্লেখ করেন ওমান রাষ্ট্রদূত ড. সুলাইমান সউদ আল জাবরি।

বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে আরো উপস্থিত ছিলেন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো’র মহাপরিচালক সালেহ আহমদ মোজাফফর, বোয়েসেল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মীর খায়রুল আলম প্রমুখ। এছাড়া ওমান প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন ওমান পুলিশের ব্রিগে. জেনারেল মোহাম্মাদ বিন নাছের আল কিনদি, ওমান কনস্যুলার ডিপার্টমেন্টের প্রধান Minister Plenipotentiary Jassim Bin Eid Al Saadi প্রমুখ।

#

রাশেদুজ্জামান/জামান/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/১৯৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৬১

**বিএনপি-জামায়াত অপশক্তির হাত থেকে দেশরক্ষার লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকুন**

 **--- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বিএনপি-জামায়াত চক্র বাংলাদেশকে পাকিস্তান কিংবা আফগানিস্তানের পর্যায়ে নিয়ে যেতে চায়। তারা সাম্প্রদায়িক হানাহানি সৃষ্টি করে দেশকে বিলুপ্ত করতে চায়, দেশকে বিদেশি বিশ্ববেনিয়াদের হাতে তুলে দিতে চায়। তিনি বলেন, এই অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। আমরা এই দেশকে বিএনপি-জামায়াতের হাতে, সাম্প্রদায়িক হাতে বিভক্ত করতে দিতে পারি না।’

 আজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে বক্তৃতায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

 আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি আবু আহমদ মান্নাফীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ হুমায়ুন কবিরের সঞ্চালনায় সভায় দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের প্রধান অতিথি, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এড. কামরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম এমপি এবং এস এম কামাল হোসেন প্রমুখ বিশেষ অতিথির বক্তৃতা দেন।

 সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশ যখন আজ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পৃথিবীকে অবাক করে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন বিএনপি জামায়াতের নেতৃত্বাধীন অপশক্তি দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। আর এই ষড়যন্ত্রের সাথে কিছু আন্তর্জাতিক চক্রান্তও যুক্ত হয়েছে। তারা দেশের অগ্রগতির চাকাকে টেনে ধরতে চায় কারণ তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না।’

 ড. হাছান বলেন, ‘যে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল সাহেব বলেন যে পাকিস্তানই ভালো ছিলো, তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতে পারে না। আর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, এই পতাকার বিরুদ্ধে, লাল সূর্যখচিত সবুজ পতাকার বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের হয়ে লড়াই করেছিলো, এই দেশের মানুষকে হত্যা করেছিলো, হত্যাযজ্ঞের সাথে যুক্ত ছিলো। তারা হচ্ছে বিএনপির প্রধান শরিক।’

 মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা জানি বিএনপি কতটুকু পারবে। তারা আমাদেরকে প্রতি মাসে টেনে নামায় ক্ষমতা থেকে। গত ডিসেম্বর মাসে ক্ষমতা থেকে টেনে নামাতে গিয়ে গোলাপবাগে গরুর হাটে গিয়ে তাদের আন্দোলন মারা পড়েছিলো। গত মাসে বলেছিলো যে, সেপ্টেম্বর মাসে ফাইনাল খেলা। আরো বলেছিলো ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বেগম জিয়াকে মুক্তি দিতে হবে। ৪৮ ঘণ্টা এখন ১০ দিন পেরিয়ে গেছে, খালেদা জিয়ার মুক্তি হয় নাই।’

 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপির তারা সেমিফাইনালে হেরে গেছেন, ফাইনালেই ওঠে নাই, সুতরাং তাদের সাথে কি ফাইনাল খেলবো। তাই নেতা-কর্মীদের কাছে অনুরোধ রাখবো, তাদেরকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে পরপর চতুর্থবার এবং পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে ইনশাআল্লাহ তারপর আমরা ঘরে ফিরে যাবো, তার আগে আমরা ঘরে ফিরে যাবো না।’

#

আকরাম/জামান/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৬০

**মা ইলিশ আহরণ বন্ধ করা গেলে ইলিশের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে**

 **--- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

পিরোজপুর, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

 প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ আহরণ বন্ধ করা গেলে দেশে ইলিশের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

 আজ পিরোজপুর সদর উপজেলা পরিষদের শহীদ ওমর ফারুক মিলনায়তনে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 এ সময় মন্ত্রী বলেন, মৎস্যজীবীদের সহায়তায় সরকার মা ইলিশ আহরণ বন্ধ করা, জাটকা নিধন বন্ধ করাসহ ইলিশের অভয়াশ্রম সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে। অতীতের তুলনায় ইলিশের আকার বেড়েছে। বড় আকারের ইলিশ মৎস্যজীবীরাই আহরণ করছে। একটা মা ইলিশ ৬ থেকে ৭ লক্ষ পর্যন্ত ডিম দেয়। একটা মা ইলিশ আহরণ করা মানে লক্ষ লক্ষ ইলিশ ধ্বংস করা। তাই মা ইলিশ সংরক্ষণ করলে ইলিশের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে। এজন্য মৎস্যজীবীদের স্বার্থেই মা ইলিশ নিধন বন্ধ করতে হবে।

 তিনি আরো বলেন, ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালে সরকার মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ সহায়তা প্রদান করছে, বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের ইলিশসমৃদ্ধ ৩৭ জেলার ১৫৫ উপজেলায় এ সহায়তা পৌঁছে গেছে। এর আওতায় মোট ৫ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮৮৭ টি জেলে পরিবারকে ২৫ কেজি হারে মোট ১৩ হাজার ৮৭২ দশমিক ১৮ মেট্রিক টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, নিষেধাজ্ঞার সময় কোনভাবেই মাছ ধরতে নদী বা সাগরে নামা যাবে না। মা ইলিশ সংরক্ষণের সময় আইন মেনে চলতে হবে। নিষেধাজ্ঞার সময় ইলিশ আহরণ করলে জেল-জরিমানার আওতায় আসতে হবে।

 মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খ. মাহবুবুল হকের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আব্দুল কাইয়ূম, পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ জাহেদুর রহমান ও পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শফিউর রহমানসহ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এবং স্থানীয় মৎস্যজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/জামান/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২১০২ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫৯

**জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে, দেশীয়-আন্তর্জাতিক কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হবে না**

 **--- কৃষিমন্ত্রী**

টাঙ্গাইল, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

 কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় মূল শক্তি হলো জনগণ। জনগণ সবসময় আওয়ামী লীগের সাথে ছিল, আছে। কাজেই, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ষড়যন্ত্র কোনোক্রমেই সফল হবে না, অতীতেও হয়নি, আর ভবিষ্যতেও সফল হবে না। ষড়যন্ত্রে আওয়ামী লীগের সাময়িক বিপর্যয় হয়তো হয়েছে, কিন্তু জনগণকে নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরাই বিজয়ী হয়েছি।

 আজ টাঙ্গাইল সার্কিট হাউজে জেলা আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, বিদেশিরাও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে যে, আওয়ামী লীগকে ষড়যন্ত্র করে সাময়িকভাবে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে, কিন্তু একটা পর্যায়ে এর জন্য চরম মূল্য দিতে হবে। তারা জানে, আওয়ামী লীগ ঘুরে দাঁড়াতে পারে, এই শক্তি আওয়ামী লীগের আছে। তিনি বলেন, দেশের ভিতর সামরিক বাহিনী, অপশক্তি, অসাংবিধানিক শক্তিসহ যারা বিভিন্ন সময়ে ষড়যন্ত্র করেছে, তারাও জানে তাদেরকে এর জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছে। ’৭৫ এর ঘাতকদের বিচার হয়েছে। ১/১১ ঘটনায় জড়িতদেরও চরম মূল্য দিতে হয়েছে। জনগণের চাপে নির্বাচনের আয়োজন করতে বাধ্য হয়েছিল তৎকালীন সামরিক সরকার।

 অনুষ্ঠানে টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি শামসুল হক মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সংসদ সদস্য জোয়াহেরুল ইসলামের সঞ্চালনায় আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক শামসুন নাহার চাঁপা, কেন্দ্রীয় সদস্য তারানা হালিম, স্থানীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ ও নেতাকর্মীরা বক্তব্য রাখেন।

 পরে মন্ত্রী টাঙ্গাইলের সদর উপজেলার বাগবাড়ী চৌবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় যোগ দেন।

#

কামরুল/জামান/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২১০৭ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫৮

**সরকার গ্রাম আদালতকে শক্তিশালী করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ**

 **--- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম গ্রাম আদালত শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছেন, মামলা মোকদ্দমা হ্রাসে সহায়তা করতে এবং গ্রাম আদালত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় ন্যায়বিচার পৌঁছে দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনমুখী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেও সরকার কাজ করছে, জানান তিনি।

 মন্ত্রী আজ ঢাকার একটি অভিজাত হোটেলে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (তৃতীয় পর্যায়) প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে আইনি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। তিনি বলেন, আনুষ্ঠানিক আদালত ব্যবস্থায় মামলার জট কমিয়ে আনতে গ্রাম আদালত একটি চমৎকার বিকল্প পন্থা।

 মোঃ তাজুল ইসলাম এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়নের বিবরণ তুলে ধরে বলেন, স্থানীয় মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবাদ-বিরোধ নিরসনে গ্রাম আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে যা দেশের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করবে।

 সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহম্মদ ইবরাহিম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত এবং প্রধান চার্লস হোয়াইটলি, ইউএনডিপি বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি স্টেফান লিলার। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব এবং প্রকল্পের পরিচালক মোহাম্মাদ নুরে আলম সিদ্দিকী এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন যুগ্ম সচিব ফারজানা মান্নান।

 উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিইডি), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ তৃতীয় পর্যায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।

#

হেমায়েত/জামান/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২০৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫৭

**বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে নবনিযুক্ত সমাজকল্যাণ সচিবের শ্রদ্ধা নিবেদন**

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ), ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

 গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নবযিুক্ত সচিব মোঃ খায়রুল আলম শেখ।

 সচিব আজ টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধের বেদীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। পরে তিনি বেদীর পাশে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে মহান নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

 এরপর তিনি পবিত্র ফাতেহা পাঠ করে বঙ্গবন্ধু, ১৫ আগস্টের শহিদ ও মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া-মোনাজাতে অংশ নেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি বঙ্গবন্ধু স্মৃতিসৌধের প্রশাসনিক ভবনে যান। সেখানে তিনি পরিদর্শন বইতে মন্তব্য লিখে স্বাক্ষর করেন। এরপর সচিব টুঙ্গিপাড়া শেখ রাসেল দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

#

জাকির/জামান/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২১৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫৬

**‘মুজিব-একটি জাতির রূপকার’ সারা দেশে শুভমুক্তি আগামীকাল**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

 বহু প্রতীক্ষিত 'মুজিব-একটি জাতির রূপকার' সিনেমা শুক্রবার সারা দেশে মুক্তি পাচ্ছে।

 আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে চলচ্চিত্রটির প্রিমিয়ার শো উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এবং চলচ্চিত্রটির শিল্পীরা প্রধানমন্ত্রীকে আর্কাইভে অভ্যর্থনা জানান।

 এ মাসের প্রথম দিন রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে ট্রেলার উদ্বোধনকালে তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ ঘোষিত ১৩ অক্টোবর থেকে সারা দেশে প্রায় দুইশ’ পর্দায় দেখা যাবে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের যৌথ প্রযোজনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীনির্ভর এ চলচ্চিত্র।

 গত ১৪ সেপ্টেম্বর কানাডায় ৪৮তম টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সপ্তম দিনে ‘বেললাইট বক্স সিনেমা ৭’ প্রেক্ষাগৃহে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহ্মুদ সিনেমাটির প্রথম প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। এর আগে ২০২২ সালের ১৯ মে হাছান মাহ্‌মুদ এবং ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার এবং যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর ফ্রান্সে ৭৫তম কান চলচ্চিত্র উৎসবের তৃতীয় দিন সিনেমাটির পরিচালক শ্যাম বেনেগালকে সাথে নিয়ে প্রাথমিক ট্রেলার উদ্বোধন করেন।

 বাংলাদেশ ও ভারতের চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনদ্বয়ের প্রধানগণ, বঙ্গবন্ধুর চরিত্রাভিনেতা আরিফিন শুভ ও সহশিল্পীরা টরেন্টো ও কান, দুই আয়োজনেই যোগ দেন। এর আগে ৩১ জুলাই বাংলাদেশে সিনেমাটি আনকাট সেন্সর ছাড়পত্র পায়।

 ভারতের শ্যাম বেনেগাল পরিচালিত 'মুজিব-একটি জাতির রূপকার' সিনেমায় বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনার চরিত্রে নুসরাত ফারিয়া ও বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী শেখ ফজিলাতুন্নেছার বড়বেলার চরিত্রে অভিনয় করছেন নুসরাত ইমরোজ তিশা। এছাড়া রিয়াজ আহমেদ, দিলারা জামান, চঞ্চল চৌধুরী, সিয়াম আহমেদ, জায়েদ খান, খায়রুল আলম সবুজ, ফেরদৌস আহমেদ, দীঘি, রাইসুল ইসলাম আসাদ, গাজী রাকায়েত, তৌকীর আহমেদ ও মিশা সওদাগরসহ দেশের শতাধিক অভিনয়শিল্পী সিনেমাটিতে কাজ করেছেন।

 বাংলাদেশের ৬০ ভাগ ও ভারতের ৪০ ভাগ ব্যয়ে নির্মিত এই বায়োপিকের শুটিং ২০২১ সালের ২২ জানুয়ারি ভারতের মুম্বাই ফিল্ম সিটিতে শুরু হয়ে ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশে শেষ হয়। গত বছর ২০২২ সালের ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে চলচ্চিত্রটির প্রথম পোস্টার, ৩ মে দ্বিতীয় পোস্টার রিলিজ করা হয়।

 সিনেমাটিতে সহযোগী পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন দয়াল নিহালানি। চিত্রনাট্য লিখেছেন অতুল তিওয়ারি ও শামা জায়েদি। শিল্প নির্দেশনার দায়িত্বে রয়েছেন নীতিশ রায়। আগামী ২৭ অক্টোবর সিনেমাটি ভারতে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

#

আকরাম/জামান/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫৫

**ঢাকা শহরে আগামী রবিবার ‘১ মিনিট শব্দহীন ’ কর্মসূচি পালন করা হবে**

 **--- পরিবেশ সচিব**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ বলেছেন, শব্দদূষণ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ঢাকা শহরে আগামী ১৫ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে ১০.১ মিনিট পর্যন্ত ‘১ মিনিট শব্দহীন’ কর্মসূচি পালন করা হবে। এ সময় তিনি ঢাকাবাসীকে কোনো প্রকার শব্দ সৃষ্টি না করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।

 ‘শব্দদূষণ বন্ধ করি, নীরব মিনিট পালন করি’ স্লোগানকে সামনে রেখে আগামী ১৫ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে সকাল ১০.১ মিনিট পর্যন্ত ‘১ মিনিট শব্দহীন’ কর্মসূচি পালন উপলক্ষ্যে আজ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পরিবেশ সচিব এসব কথা বলেন।

 পরিবেশ সচিব বলেন, আগামী ১৫ অক্টোবর সকাল ৯.৩০ থেকে ১০টা পর্যন্ত ঢাকা শহরের ১১টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিশেষ কর্মসূচি পালন করা হবে। তিনি বলেন, স্থানগুলো হলো সচিবালয়ের পাশে ওসমানী মিলনায়তনের সামনে, শাহবাগ মোড়, উত্তরা, বিজয়সরণী মোড়, মিরপুর-১০ নং গোলচত্বর, গাবতলী, মগবাজার, মহাখালী, গুলশান-১, বাসাবো বৌদ্ধ মন্দির ও যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা। এসকল স্থানে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সচিবসহ এ মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারী, স্কুল-কলেজের স্কাউট সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারী, ট্রাফিক পুলিশ ও পরিবহন মালিক সমিতির সদস্যগণ ব্যানারসহ উপস্থিত থাকবেন। এ সময় তারা গাড়ি চালকদের মধ্যে শব্দসচেতনতামূলক লিফলেট, স্টিকার বিতরণ করবেন এবং উক্ত ১ মিনিট হর্ন বাজানো হতে বিরত থাকার আহ্বান জানাবেন।

 সংবাদ সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সঞ্জয় কুমার ভৌমিক; মোঃ মিজানুর রহমান এনডিসি ও ড. ফাহমিদা খানম, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ এবং মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী প্রমুখ।

#

দীপংকর/জামান/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১২৫৪

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ১০ শতাংশ। এ সময় ৮১৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৪৬৬ জন।

#

 সুলতানা/জামান/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৭২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫৩

**প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বেই বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বিশ্বের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত**

 **--- পার্বত্য মন্ত্রী**

বান্দরবান, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

 পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ১৫ বছর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাই বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে অদম্য অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে। এজন্যই বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বিশ্বের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সকল সেক্টরের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যার সুফল পার্বত্য অঞ্চলের জনগণ ভোগ করছে। অন্ধকার পাহাড়গুলো আজ সোলারের আলোয় আলোকিত।

 আজ বান্দরবানের কুহালং ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে ১৭ কোটি ৮১ লাখ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নে ৮কোটি ৪১ লাখ টাকা ব্যয়ে ৫টি কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ৭টি কাজের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বীর বাহাদুর। পরে পার্বত্য জেলা পরিষদের বাস্তবায়নে ২ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে ৪টি কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ৩টি কাজের উদ্বোধন করেন তিনি। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর বাস্তবায়নে ৭ কোটি ৬১ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি কাজের উদ্বোধন করেন পার্বত্য মন্ত্রী।

 এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর চেয়ারম্যান সুপ্রদীপ চাকমা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ শাহ আলম, জেলা প্রশাসনের সিনিয়র সহকারী কমিশনার অরূপ রতন সিংহ, পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য ক্যসাপ্রু, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ জিয়াউল ইসলাম মজুমদার, পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ জিয়াউর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী লেলিন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বান্দরবান ইউনিটের নির্বাহী প্রকৌশলী আবু বিন মোহাম্মদ ইয়াছির আরাফাতসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

#

 রেজুয়ান/জামান/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫২

**পবিত্র ওমরাহ পালনরত সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর দেশবাসীর নিকট দোয়া কামনা**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :

পবিত্র ওমরাহ হজ পালনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বর্তমানে সৌদি আরবে অবস্থান করছেন।

ওমরাহ পালনরত প্রতিমন্ত্রী তাঁর নিজ নির্বাচনি এলাকা ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ-৫) সহ দেশবাসীর নিকট দোয়া কামনা করেছেন। এছাড়া তিনি মুসলিম উম্মাহসহ দেশবাসীর সার্বিক মঙ্গল, শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করেছেন।

উল্লেখ্য, প্রতিমন্ত্রী গত ৯ অক্টোবর পবিত্র ওমরাহ পালনের জন্য সৌদি আরব গমন করেন। ওমরাহ পালন শেষে তিনি আগামী ১৪ অক্টোবর দেশে ফিরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

#

ফয়সল/রবি/কলি/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫১

**‘টোকিও ফ্যাশন ওয়াল্ডে’ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ**

টোকিও, ১২ অক্টোবর :

বাংলাদেশ টোকিও বিগ সাইটে ১০-১২ অক্টোবর পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড টোকিওতে  অংশগ্রহণ করেছে। ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড জাপানের ফ্যাশন শিল্পের জন্য সবচেয়ে বড় ট্রেড শো। এ বছর সারা বিশ্ব থেকে প্রায় ১১৫০টি পোশাক, ব্যাগ, জুতা, টেক্সটাইল, চামড়া ও ফ্যাশন আনুষঙ্গিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) বাজার উন্নয়ন উদ্যোগের আওতায় বাংলাদেশের পোশাক ও চামড়া শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ১৭ টি স্বনামধন্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ মেলার প্রথম দিনে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন উদ্বোধন করেন।

টোকিও বিগ সাইটে মেলার ২য় দিনে বাংলাদেশ দূতাবাস ‘মেড ইন বাংলাদেশ টেক্সটাইল, চামড়া ও পাটজাত পণ্য’ শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। মারুহিসা কোং লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট কিমিনোবু হিরাইশি এবং মারুতোমি কোং লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট তোশিনাও ওকুনাকা বাংলাদেশে তাদের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার ওপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

জাপান বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বাজার। ২০২২-২৩ সালে জাপানে বাংলাদেশের রপ্তানি ছিল ১ দশমিক ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

#

হাসান/রবি/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১১৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫০

**ভিয়েতনামের জেমালিংক বন্দর পরিদর্শন করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ভিয়েতনাম, ১২ অক্টোবর :

আধুনিক পদ্ধতিতে নতুন বন্দরের পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে গতকাল ভিয়েতনামের জেমালিংক ইন্টারন্যাশনাল বন্দর পরিদর্শন করে পায়রা বন্দরের একটি প্রতিনিধিদল। এ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।

জেমালিংক ইন্টারন্যাশনাল বন্দরে প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান বন্দরের সিইও বেনোয়েট ক্লেন। প্রতিনিধিদলে পায়রা বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল গোলাম সাদেক, প্রকল্প পরিচালক ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পায়রা বন্দরের পরিচালক মোঃ আতিকুল ইসলাম, প্রফিসিয়েন্ট সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও রয়েল হাস্কনিঙ এর বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ সেবাস্তিয়ান এন্টনি হালসবার্গেন উপস্থিত ছিলেন।

এ পরিদর্শনলব্ধ জ্ঞান পায়রা বন্দর মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে ‘কনসালটেন্সি সার্ভিসেস ফর প্রিপারেশন অব পায়রা পোর্ট ডিটেল মাস্টার প্ল্যান’ শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের জন্য বুয়েট এর ব্যুরো অব রিসার্চ টেস্টিং এন্ড কনসালটেশন (বিআরটিসি) সাথে ২০১৯ সালে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নে বুয়েটের বিআরটিসির সাথে নেদারল্যান্ডসের রয়েল হাস্কনিঙ এবং বাংলাদেশে তাদের সহায়ক কোম্পানি প্রফিসিয়েন্ট সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড কাজ করছে।

#

জাহাঙ্গীর/রবি/রাসেল/কলি/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৪৯

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় স্ক্রলের জন্য**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে ১২ ও ১৩ অক্টোবর প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

মূলবার্তা **:**

১৩ অক্টোবর ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৩’ উদযাপিত হতে যাচ্ছে। এ দিবসের প্রতিপাদ্য –

 **“অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই করি**

**দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি”**

 **-** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

#

সানজিদা/রবি/রাসেল/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০৫০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৪৮

**আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘‘বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- ‘Fighting inequality for a resilient future’ অর্থাৎ ‘অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই করি, দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টেকসই ও সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি প্রণয়নের পথিকৃৎ। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭৩ সালে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে আগাম সতর্কবার্তা উপকূলীয় এলাকার জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ‘ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)’ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালে বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে তিনি দুর্যোগ মোকাবিলার উন্নত টেলিযোগাযোগ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। জাতির পিতা ঘূর্ণিঝড় থেকে জনগণের জানমাল রক্ষায় সেই সময় উপকূলীয় অঞ্চলে ১৭২টি উঁচু মাটির কিল্লা তৈরি করেন, যা ‘মুজিব কিল্লা’ নামে পরিচিত।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে ও দুর্যোগ সহনশীল দেশ গঠনে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা ও দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা জানতে মোবাইলে ১০৯০ (টোল ফ্রি) Interactive Voice Response (IVR) সেবা চালু করা হয়েছে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতেও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক, শিক্ষক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নারী, প্রবীণ নাগরিক ও শিশুসহ সকল স্তরের জনগণের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো ও নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্তিমূলক ঝুঁকিহ্রাস এবং সাড়াদান কার্যক্রমের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চলমান রাখার লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান ও ভিজিএফ কর্মসূচি ইত্যাদি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রস্তুতি তথা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে গৃহহীনদের জন্য নির্মিত হয়েছে দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ। বজ্রপাতে প্রাণহানি রোধকল্পে বজ্রপাতপ্রবণ এলাকায় বজ্রনিরোধক দণ্ড স্থাপন করা হয়েছে।

দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭৩ সালে দুর্যোগে আগাম সতর্কবার্তা উপকূলীয় সম্ভাব্য উপদ্রুত এলাকার জনগণের মাঝে পৌঁছে দিতে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ‘ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)’ প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সরকারের বিনিয়োগ, দুর্যোগের পূর্বাভাস ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, নতুন বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং দুর্যোগের প্রস্তুতি ও উদ্ধার কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবীদের নিবেদিত প্রচেষ্টাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে সম্প্রতি যেকোনো দুর্যোগে প্রাণহানির সংখ্যা ব্যাপকহারে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে উপকূলে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)- তে আমাদের ৭৬ হাজার ১৪০ জন প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে; যার অর্ধেকই নারী। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ফলে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এ কারণে জেন্ডার রেসপনসিভ ক্যাটেগরিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্মানসূচক ‘জাতিসংঘ জনসেবা পদক- ২০২১’ অর্জন করেছে।

আমাদের সরকার অংশগ্রহণমূলক দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়তে দুর্যোগ প্রশমনে কাজ করে যাচ্ছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের সক্ষমতা বেড়েছে। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, সম্পদ, সম্ভাবনাকে বিবেচনায় নিয়ে প্রণীত ১০০ বছরের দীর্ঘমেয়াদী ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০’তে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা দুর্যোগ সহনশীল, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়তে সমর্থ হব, ইনশাল্লাহ ।

আমি ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

গুল শাহানা/রবি/রাসেল/কামাল/২০২৩/১০৫৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৪৭

**আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘‘দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস- ২০২৩’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সারা বিশ্বেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশকেও প্রতিবছরই কোনো না কোনো বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। দুর্যোগে জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সরকারের নীতি-পরিকল্পনায় ইতোমধ্যে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কৌশল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৭০ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লাখেরও অধিক মানুষের মৃত্যু এবং তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের অবহেলা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীরভাবে ব্যথিত করে। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আগাম সতর্কবার্তা প্রচার ব্যবস্থা শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু আঠারো হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সিপিপি’র যাত্রা শুরু করেছিলেন, যারা আগাম সতর্কসংকেত প্রচার এবং সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের জানমাল রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র এবং ‘মুজিব কিল্লা’ নির্মাণের কাজও তখন থেকেই শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্যোগ মোকাবিলায় নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশকে আজ বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবক এখন ৭৬ হাজার, যার মধ্যে ৫০ শতাংশ নারী সেচ্ছাসেবক।

যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী, বয়োবৃদ্ধ ও সমাজের পিছিয়ে থাকা দরিদ্র জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থায় বিনিয়োগ ও সামাজিক সুরক্ষার অভাবে দরিদ্র জনগণ তাদের সীমিত সম্পদের ব্যবহার করে দুর্যোগের ক্ষতি সামাল দিতে গিয়ে আরো দারিদ্র্যতায় নিমজ্জিত হয়। সবার জন্য দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়তে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের নানা পরিষেবাগুলোতে সমতাভিত্তিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। সে প্রেক্ষিতে দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই করি, দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সকলের জন্য সমানাধিকার, জনগণের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের কাঙ্ক্ষিত সেবা তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমি আশা করি, দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে একটি দুর্যোগ সহনশীল জাতি গড়ে তুলতে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

আমি ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস- ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/ররি/রাসেল/কলি/কামাল/২০২৩/১০৫০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ